কালের কণ্ঠ

তারিখ 17 APR 2017
পৃষ্ঠা

ভিকারুননিসায় ৯ বছর পর গভর্নিং বডির নির্বাচন

শরীফুল আলম সুমন ▷

গভর্নিং বডির (জিবি) অভিভাবক ও শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন নিয়ে সরগরম হয়ে উঠেছে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের চারটি শাখা। আগামী ২২ এপ্রিল অনুষ্ঠেয় ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৪২ জন প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত সময় পার করছেন। ঘুরছেন অভিভাবকদের দ্বারে দ্বারে।

জানা যায়, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে সর্বশেষ নির্বাচন হয়েছিল ২০০৮ সালে। এরপর নানা বাধায় গত ৯ বছরে আর কোনো নির্বাচন হয়নি। একাধিকবার উদ্যোগ নেওয়া হলেও মামলা আর উচ্চতর আদালতে রিট আবেদনে তা আটকে গেছে। তবে সব বাধা এড়িয়ে এবার নির্বাচনের দ্বারপ্রান্তে রাজধানীর স্বনামধন্য এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

সূত্র জানায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির চারটি শাখায় ভোটার সংখ্যা প্রায় ২৩ হাজার। এর মধ্যে প্রধান ক্যাম্পাস বেইলি রোড শাখায়ই ভোটার প্রায় ১৩ হাজার। এর বাইরে বসুন্ধরা শাখায় সাড়ে পাঁচ হাজার, ধানমণ্ডি শাখায় এক হাজার ৭০০ ও আজিমপুর শাখায় প্রায় দুই হাজার ৮০০ ভোটার রয়েছেন। ২২ এপ্রিল সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চার শাখায় একযোগে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। আর ৯টি পদের জন্য লড়ছেন ৪২ জন প্রার্থী। এর মধ্যে অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন ছয়জন। তাঁদের মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরে দুজন করে, প্রাথমিক স্তরে একজন ও একজন সংরক্ষিত নারী অভিভাবক সদস্য নির্বাচিত হবেন। আর শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন তিনজন। এর মধ্যে কলেজ ও বিদ্যালয় স্তরে একজন করে এবং একজন সংরক্ষিত নারী সদস্য। নিয়ম অনুযায়ী ১১ সদস্যের পরিচালনা কমিটি হবে। এর মধ্যে অধ্যক্ষ পদাধিকারবলে সদস্যসচিব এবং আরেকজন বিদ্যোৎসাহী সদস্য থাকবেন। নির্বাচনের পর নির্বাচিত সদস্য ও বিদ্যোৎসাহী সদস্যের মধ্য থেকে একজন সভাপতি হবেন।

জানা যায়, গত ৯ বছরই গভর্নিং বডি চলছে অ্যাডহক আর বিশেষ কমিটি দিয়ে। বেশির ভাগ সময়েই সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য। এর আগেও যখন নির্বাচন হতো তখন স্থানীয় সংসদ সদস্যই এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হতেন। তাই এই নির্বাচন নিয়ে সাধারণ অভিভাবকদের খুব একটা আগ্রহ ছিল না। সংসদ সদস্যরা তাঁদের ইচ্ছামতো গভর্নিং বডি ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি হতে পারবেন না মর্মে গত বছর আদালত রায় দেন। সেই রায়ের পর এটাই এ প্রতিষ্ঠানের প্রথম নির্বাচন। ফলে এবারের নির্বাচন ঘিরে সাধারণ অভিভাবকদের আগ্রহ তুঙ্গে।

ভোট ২২ এপ্রিল
প্রার্থী ৪২ জন
ভোটার ২৩ হাজার

নির্বাচনী প্রচারের অংশ হিসেবে ভিকারুননিসার চার ক্যাম্পাসের আশপাশের দেয়াল ইতিমধ্যে পোস্টারে ছেয়ে গেছে। প্রার্থীরা ছুটছেন অভিভাবকদের কাছে। স্কুল সময়ে প্রার্থীরা ক্যাম্পাসের সামনেই জনসংযোগে ব্যস্ত থাকছেন। আর স্কুল সময়ের বাইরে তাঁরা ছুটছেন অভিভাবকদের বাড়িতে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও সরব কোনো কোনো প্রার্থী। অনেক প্রার্থীর আত্মীয়স্বজনরাও নেমে পড়েছেন নির্বাচনী প্রচারণায়।

অভিভাবক প্রতিনিধি হিসেবে সংরক্ষিত নারী সদস্য প্রার্থী বসুন্ধরা শাখার অভিভাবক কামরুন্নাহার খানম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'প্রতিটি শাখায়ই অভিভাবকদের বসার জায়গা নেই। ওয়াশরুমগুলোর অবস্থা একেবারেই খারাপ। এগুলো ঠিক করতে কাজ করব। এ ছাড়া শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে একটা দূরত্ব রয়েছে। সেটা কমানোর চেষ্টা করব। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি বাচ্চাই আমার সন্তানের মতো, তাদের খেয়াল রাখাই হবে আমার কাজ। এটুকু বলতে পারি, সুখে-দুঃখে সব সময় অভিভাবকদের পাশে থাকব।'

অভিভাবক প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করছেন ৩০ জন প্রার্থী। আর শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে লড়ছেন ১২ জন। তাঁদের মধ্যে কলেজ স্তরে দুজন, বিদ্যালয় স্তরে ছয়জন ও সংরক্ষিত নারী শিক্ষক প্রতিনিধি পদে লড়ছেন চারজন।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে অভিভাবক প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিযোগিতা করছেন সাতজন। তাঁরা হলেন ইউনুছ আলী আকন্দ, সাবিনা চৌধুরী, আফরোজা আলম, রাজু আলীম, আতাউর রহমান, এনায়েত করিম ও মোশারফ হোসেন।

মাধ্যমিক স্তরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৯ জন প্রার্থী—আনোয়ার কবির ভূঁইয়া, এ বি এম মনিরুজ্জামান, জাফর আহমেদ ভূঁইয়া, মুজিবুর রহমান হাওলাদার, মারুফ আহমেদ মনসুর, ফয়সাল বাবুল, সহিদুল ইসলাম জমাদার, হেলাল উদ্দিন ও সিদ্দিকী নাছির উদ্দিন।

প্রাথমিক স্তরে ১০ জন প্রার্থীর মধ্যে রয়েছেন আতিকুর রহমান দর্জী, আনিসুর রহমান, গাজী কাউসার আহমেদ, খাজা সলিম উল্লাহ, মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, মীর মো. শাহাবুদ্দিন, তাওহীদুল হক, মো. শাহ আলম, মো. সোহেল ও সুজাউদ্দিন আহমেদ।

সংরক্ষিত নারী অভিভাবক সদস্য পদে প্রতিযোগিতা করছেন চারজন প্রার্থী—কামরুন্নাহার খানম, রানী পারভীন, তিন্না খুরশীদ জাহান ও মুর্শিদা আখতার।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং............................
তারিখ............................

উপ. পরিসংখ্যান বিভাগ	
উপ. ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর